সুরক্ষা এজেন্ডা বা সুরক্ষা কার্যক্রম

দেশের অভ্যন্তরে দুর্যোগ এবং জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য

দেশের অভ্যন্তরে দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

অনেকগুলো পদক্ষেপ রয়েছে যেগুলো কিনা রাষ্ট্রগুলো দেশের অভ্যন্তরে দুর্যোগের কারনে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। এ পদক্ষেপের ফলে রাষ্ট্র দুর্যোগ এলাকায় মানুষদের অবস্থান করতে সাহায্য করতে পারবে, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সড়ে আসতে সাহায্য করতে পারবে এবং তাদের জীবন-জীবীকার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। দুর্যোগের কারনে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিতে রয়েছে এমন মানুষদের অসহায়ত্ব কমাতে এবং সক্ষমতা বাড়াতে প্রচলিত নীতিমালাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি প্রশমন করা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং সর্বপরি উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত, যখন বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঠেকানো সম্ভব হয় না, তখন নীতিমালার আওতায় চলে আসে অভিবাসন ও পরিকল্পিত স্থানান্তর প্রক্রিয়া। এর ফলে ঐ সকল মানুষ দুর্যোগ এলাকা থেকে দুর্যোগের পূর্বেই নিরাপদ স্থানে সড়ে আসতে পারেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি মোকাবেলায় নিজেদের সক্ষমতা গড়ে তুলতে পারেন। সবশেষে, দেশের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুতদের সুরক্ষা প্রদান এবং এই সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য সমন্বিত মানবিক কর্মকাণ্ড, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই বিষয়টি নিম্নলিখিত কৌশলগুলোর সাথে সম্পর্কিত;

বাস্তুচ্যুতি ঝুঁকির ভয়াবহতা কমানো এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি

রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং এই দায়িত্বর মধ্যে পড়ে আগাম দুর্যোগের প্রস্তুতি এবং যুঁতসই ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে করে জান-মালের ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হয় এবং বাস্তুচ্যুতি রোধ করা যায়। এর জন্য নিচের কাজগুলো করার প্রয়োজন হয়;

১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির মানুষকে সাথে নিয়ে দুর্যোগে বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি মোকাবেলা ও সুরক্ষা দানের বিষয়টি নীতিমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে সকল ধরনের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল, পরিকল্পনা বা আইনগুলোর পর্যালোচনা করা অথবা প্রয়োজনে নতুন নীতিমালা তৈরি করা।

২. বর্তমানে বা আগামীতে যে সকল মানুষ বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিতে রয়েছেন তাদের চিহ্নিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তাদের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩. স্থানীয় কমিউনিটিকে উৎসাহ প্রদান করা যেন তারা দুর্যোগে আগাম প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তি মালিকানা খাতের সহায়তা নিয়ে কমিউনিটিভিত্তিক এবং প্রথাগতভাবে দুর্যোগ ঝুঁকির চিত্র অংকন এবং তা মোকাবেলার পদ্ধতি তৈরি করে। বিশেষত: এর ফলে কমিউনিটির লোকজন সম্ভাব্য কোন এলাকার মানুষকে দুর্যোগের কারনে সরিয়ে নিতে হবে তা চিহ্নিত করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারবেন।

৪. বাস্তুচ্যুতির চরম ঝুঁকির মুখে রয়েছে এমন এলাকায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে অবকাঠামোগত অবস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ঘটানো যেমন- সমুদ্রের ধার ঘেষে দেয়াল নির্মাণ (sea-wall), বাঁধ নির্মাণ এবং ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণ করা।

দেশের অভ্যন্তরে দুর্যোগে বাস্তুচ্যুতদের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ

যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুতির ঘটনাগুলো দেশের ভেতরেই ঘটে সেহেতু অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে কার্যকরী উদ্যোগগুলো হল- ঝুঁকির চিত্র অংকন করা, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অনিশ্চিত কোন ঝুঁকি বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার গ্রহণ করা, মানবিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা, সর্বপরি একই সময়ে দেশে ও বিদেশে দুর্যোগে বাস্তুচ্যুতদের সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করা। এর জন্য নিচের কাজ এবং অনুশীলনগুলো করার প্রয়োজন হয়;

১. দুর্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের বিষয়টি দেশের প্রচলিত আইন বা নীতিমালার ভেতরে আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা।

২. নীতিমালায় অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের সুরক্ষার

বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিবেচনা করা এবং দুর্যোগের কারনে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের মানবাধিকারের বিষয়টিকে সমুন্নত রেখে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন ও মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনা কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং এর সাথে প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা।

৩. দুর্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের জন্য সুরক্ষা ও সহায়তা বৃদ্ধি করতে স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

মানবাধিকার সমুন্নত রেখে পরিকল্পিত স্থানান্তর

১. ঝুঁকি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের বিপর্যয় ঘটার কারনে বিশ্বের বহু রাষ্ট্র ঝুঁকি অঞ্চলের মানুষদের দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে বা পরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে। যখন বিকল্প ব্যবস্থাগুলো আর ঠিক মতো কাজ করে না তখন পরিকল্পিতভাবে মানুষের স্থানান্তরকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই স্থানান্তর পরিকল্পনার জন্য নিচের কাজ এবং অনুশীলনগুলো করার প্রয়োজন হয়;
আক্রান্ত ব্যক্তিদের মানবাধিকারের বিষয়টিকে সমুন্নত রেখে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকরী ও স্থায়ীত্বশীল পরিকল্পিত স্থানান্তর প্রক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা তৈরি এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা ও আইন-কানুন তৈরি করা।

২. দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনের ব্যবস্থা হিসেবে পরিকল্পিতভাবে স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত ভূমি এবং বসবাসের স্থান খুঁজে বের করা।

৩. পরিকল্পিত স্থানান্তর প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক কারনগুলো বিবেচনায় নেয়া। এর মধ্যে বিশেষ করে নারী, শিশু, অসহায় মানুষ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদিবাসীদের বিশেষ চাহিদাগুলোকে বিবেচনায় নেয়া।
নতুন স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবীকায়নের সুযোগ সৃষ্টি, মৌলিক সেবাগুলো প্রাপ্তির উপায় এবং আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

মর্যাদার সাথে অভিবাসন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন

দুর্যোগের কারণে জীবনযাত্রার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেতে পারে যা মানুষকে বাধ্য করতে পারে তাদের বাড়ি থেকে দূরে নতুন কোন সুযোগ খুঁজে পাওয়ার জন্য। এটা ঘটতে পারে তাদের দেশে বা বিদেশে, যা কি না ভবিষ্যতে আরেকটি মানবিক বিপর্যয় বা বাস্তুচ্যুতির ঘটনাকে ডেকেও আনতে পারে। অভিবাসনের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হলে তা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন করবে এবং সকলের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

যাইহোক, বাস্তুচ্যুত মানুষদের শোষণ, সহিংসতা, পাচার এবং যৌন নিপীড়ন থেকে ভালভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে। মর্যাদার সাথে অভিবাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবশ্যই প্রচলিত অভিবাসন চুক্তিগুলোকে পর্যালোচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ, মৌসুমি এই সকল লোকদের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে। আর স্থায়ী অভিবাসন নিম্নঅঞ্চলের মানুষদের জন্য প্রয়োজন হতে পারে। যেমন ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র বা অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো যেগুলো কি না ভাঙ্গনের কারনে ছোট হয়ে যাচ্ছে, সেই সকল মানুষদের জন্য।

১. যে সকল অঞ্চল বা দেশের মানুষেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির শিকার, তাদের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের সাথে মিলিয়ে আশ্রয়দানকারী দেশে বসবাসের জন্য কোটা পদ্ধতির অনুমোদন দিতে জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা গ্রহণ বা তৈরি অথবা মৌসুমি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. ঐ সকল মানুষদের অভিযোজনের উদ্দেশ্যে অভিবাসন কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রচলিত দ্বি-পাক্ষিক এবং উপ-আঞ্চলিক অভিবাসন চুক্তিগুলোর পর্যালোচনা করা।

তথ্যসূত্র: এজেন্ডা ফর প্রটেকশন, ভলিউম ০১

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Coastal Association for Social Transformation Trust